কালীগঞ্জে অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার সঠিক মুল্য নির্ধারণের দাবি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার সঠিক মুল্য নির্ধারণের দাবী জানিয়েছে জমির মালিকরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক নোমান হোসেনের কাছে জমি ও স্থাপনার মুল্য নির্ধারণের পুণ:তদন্তের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করেন তারা। জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন স্মারকলিপি গ্রহণ করে তদন্তের আশ্বাস দেন।

সেসময় ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিক আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম, আশিকুল আলম, আব্দুল মালেক, আব্দুল গণি, নাজিম উদ্দিন, নাসির উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন বিশ্বস, শরিফুল ইসলাম শরিফ, মামুনুর রহমান রনি, বদরুজ্জামান বদু, ফরিদুল ইসলাম, সৈয়দ মুয়াম্মার আল গাদ্দাফী, মোফাজ্জল হোসেন, সোহরাব হোসেন, মুক্তার হোসেন, ওহিদুল ইসলাম, শাহজাহান আলীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জমির মালিকদের অভিযোগ, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ব্যবসায়িক ও আবাসিক জমি নামমাত্র মূল্যে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

যেখানে বাজার মূল্য কোটি টাকারও বেশি। সরকার অধিগ্রহণে যে টাকা দিচ্ছে এতে তাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। অধিগ্রহণে ন্যায্য টাকা প্রদাণের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন তারা। জমি ও স্থাপনার মুল্য পুণ:নির্ধারণের দাবী জানান তারা।

শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক বিভাগ।

সোমবার (১৯ মে) সকালে শৈলকুপা উপজেলা আসাননগর এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ অভিযান চালানো হয়।

সড়ক বিভাগ জানায়, মহাসড়কের আসাননগরে মহাসড়কের জায়গা দখল করে পাকা স্থাপনা তৈরী করেছিলো স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম। বারবার জানানোর পরও তিনি স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করেন নি। যে কারণে সোমবার শৈলকুপার এসিল্যান্ড সিরাজুস সালেহীন’র নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় পাকা স্থাপনা।

সেসময় ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর, সার্ভেয়ার সোহেল রানাসহ শৈলকুপা থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর বলেন, মহাসড়কের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। মহাসড়কের আশেপাশে যেকোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। বারবার সতর্ক করার পরও নির্মাণ কাজ বন্ধ না করায় আজকের এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভবিষ্যতেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চলবে। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি, মহাসড়কের জায়গা দখল করে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করবেন না।